তারিখ ... 14 MAY 2016 ...
পৃষ্ঠা ...২০... কলাম ...২... ......

সমকাল

ভয় পেয়ে ফিরে এলো ইউজিসির তদন্ত দল

■ সাব্বির নেওয়াজ

নোবিপ্রবির উপাচার্যের অনিয়ম-দুর্নীতি

উপাচার্যের বিরুদ্ধে একাধিক দুর্নীতি-অনিয়মের অভিযোগ পেয়ে নোয়াখালী বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ে (নোবিপ্রবি) তদন্ত করতে গিয়েছিল ইউজিসি তদন্ত কমিটি। গত ২৭ এপ্রিল সেখানে গেলেও সন্ত্রাসীদের সশস্ত্র মহড়ার কারণে বিশ্ববিদ্যালয়ে ঢুকতে পারেননি কমিটির সদস্যরা। ভীত হয়ে ঢাকায় ফিরে এসেছেন তারা। নোবিপ্রবির শিক্ষক সমাজের পক্ষ থেকে গত ফেব্রুয়ারি মাসে উপাচার্য এম. অহিদুজ্জামান চাঁনের বিরুদ্ধে শিক্ষক নিয়োগে অনিয়ম, নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশে অনিয়ম, আর্থিক অনিয়ম ও স্বেচ্ছাচারিতার একাধিক অভিযোগ আনা হয়। প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়, শিক্ষা মন্ত্রণালয়সহ বিভিন্ন দপ্তরে এ-সংক্রান্ত লিখিত অভিযোগ পাঠানো হয়। এর পর প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় ও শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের নির্দেশে এ কমিটি গঠন করা হয়। তবে শুরুতেই হোঁচট খেতে হলো তদন্ত কমিটিকে।

ইউজিসির তিন সদস্যের এ তদন্ত কমিটির প্রধান কমিশনের সদস্য অধ্যাপক ড. মো. আখতার হোসেন। ইউজিসির উপপরিচালক জিয়াউর রহমান এ কমিটির সদস্য সচিব। কমিটির অপর সদস্য কুমিল্লা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. আলী আশরাফ। অবশ্য নোবিপ্রবি উপাচার্য অধ্যাপক এম. অহিদুজ্জামান চাঁন সমকালকে বলেছেন, 'আমি কোনো অনিয়ম-দুর্নীতির সঙ্গে সম্পৃক্ত নই। আমার বিরুদ্ধে একটি মহল ষড়যন্ত্র করছে।'

বিনা অনুমতিতে শিক্ষক-কর্মকর্তা-কর্মচারী নিয়োগ : গত ১৬ জানুয়ারি

■ পৃষ্ঠা ১৩ : কলাম ১

ভয় পেয়ে ফিরে এলো

[শেষ পৃষ্ঠার পর]

ইউজিসির অতিরিক্ত পরিচালক (পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়) ফেরদৌস জামান স্বাক্ষরিত এক পত্রে জানানো হয়, ইউজিসি ও শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের পূর্বানুমোদন ছাড়া বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষক, কর্মকর্তা ও কর্মচারীর কোনো পদেই নিয়োগ দেওয়া যাবে না। চিঠিতে ইউজিসি আরও জানায়, অনুমোদন ছাড়া যে কোনো পদে নিয়োগ দিলেও ওই সকল পদের অনুমোদন দেওয়া হবে না এবং ওই খাতে অর্থ ছাড় করা সম্ভব হবে না।

ভিসি ড. অহিদুজ্জামান ইউজিসির এ আদেশ উপেক্ষা করে নোবিপ্রবিতে বায়োটেকনোলজি ও জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগে দুইজন সহকারী অধ্যাপক, এগ্রিকালচার বিভাগে দুইজন সহযোগী অধ্যাপক ও এনভায়রনমেন্টাল সায়েন্স অ্যান্ড ডিজাস্টার ম্যানেজমেন্ট বিভাগে একজন সহযোগী অধ্যাপককে চুক্তিভিত্তিক নিয়োগ দেন। নিয়োগপ্রাপ্তদের অনেকেরই নোবিপ্রবি শিক্ষক নিয়োগ নীতিমালায় বর্ণিত ন্যূনতম যোগ্যতাও ছিল না বলে অভিযোগ রয়েছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের নিয়োগ নীতিমালা যথাযথভাবে অনুসরণ না করেই ৩ ফেব্রুয়ারি বায়োটেকনোলজি ও জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং (বিজিই) বিভাগে দুইজন সহকারী অধ্যাপক পদে নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করা হয়। আবার, বিজ্ঞপ্তিতে আবেদনের শেষ তারিখ ১৮ ফেব্রুয়ারি উল্লেখ থাকলেও সম্পূর্ণ রহস্যজনকভাবে তার আগেই ৯ ফেব্রুয়ারি বিভাগটিতে দুই শিক্ষককে চুক্তিভিত্তিক নিয়োগ দেওয়া হয়।

একই তারিখে প্রকাশিত নিয়োগ বিজ্ঞপ্তিতে লিবারেশন ওয়ার স্টাডিজ বিভাগে বিভিন্ন পদের জন্য যে যোগ্যতা চাওয়া হয়, তা বিশ্ববিদ্যালয়ের বর্তমান নীতিমালার পরিপন্থী। স্পেশাল প্ল্যানিং কমিটি গঠন ও শিক্ষক নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশেও অনিয়ম করা হয়। ২ ফেব্রুয়ারি উপাচার্য ড. অহিদুজ্জামান বিশ্ববিদ্যালয়ের আইন অমান্য করে চারটি বিভাগ (বিজিই, ডিবিএ, কৃষি ও ইএসডিম) স্পেশাল প্ল্যানিং কমিটি গঠন করেন। বিশ্ববিদ্যালয় আইন অনুযায়ী আগে গঠিত বিভাগীয় প্ল্যানিং কমিটি বিলুপ্ত না করে এই স্পেশাল কমিটি গঠন করা হয়। বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম সংবিধি, ধারা ৯(খ) অনুযায়ী, শিক্ষক নিয়োগের অন্যতম পূর্বশর্ত হচ্ছে বিভাগীয় প্ল্যানিং কমিটির সুপারিশক্রমে নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করতে হবে। সংশ্লিষ্টরা বলছেন, স্পেশাল কমিটি অবৈধ বিধায় এর অনুমোদিত নিয়োগ বিজ্ঞপ্তিসহ সকল কার্যক্রমই অবৈধ।

একাধিক আর্থিক অনিয়ম : উপাচার্য এম. অহিদুজ্জামানের বিরুদ্ধে নানা আর্থিক অনিয়মেরও অভিযোগ উঠেছে। গত বছরের ২ জুন নোবিপ্রবিতে যোগদানের পর থেকেই তিনি কারণে-অকারণে প্রতি সপ্তাহে ২-৩ দিন ঢাকায় যাতায়াত করেন। এ জন্য বিশ্ববিদ্যালয় ফান্ড থেকে প্রতিবার ২০ হাজার টাকা গ্রহণ করেন। পূর্ববর্তী উপাচার্যের জন্য এ খাতে বরাদ্দ ছিল পাঁচ হাজার টাকা। ২০১৪-১৫ শিক্ষাবর্ষের ভর্তি পরীক্ষার সকল কার্যক্রম সম্পন্ন হওয়ার তিন মাস পর বিশ্ববিদ্যালয়ে যোগ দিয়ে তিনি ভর্তি পরীক্ষার পারিতোষিক বাবদ এক লাখ পাঁচ হাজার টাকা অযৌক্তিকভাবে বিশ্ববিদ্যালয় তহবিল থেকে তোলেন। অথচ এই শিক্ষাবর্ষের ভর্তি পরীক্ষার কার্যক্রম চলাকালীন উপাচার্যের দায়িত্বে ছিলেন উপ-উপাচার্য ড. আবুল হোসেন। ইমপ্রেস মানি বাবদ ভিসি অফিসের জন্য বরাদ্দ পাঁচ হাজার টাকা বাড়িয়ে নতুন উপাচার্য ১০ হাজার টাকায় উন্নীত করেন। আগের উপাচার্য প্রফেসর সাঈদুল হক চৌধুরীর সময়ে ভিসি বাংলোর জন্য কোনো বরাদ্দ না থাকলেও ড. অহিদুজ্জামান ভিসি হয়েই বাংলোর জন্য ১০ হাজার টাকা বরাদ্দ করান। উপাচার্যের জন্য নির্মিত বাসভবন থাকলেও তিনি সরকারি কোষাগারে বাসা ভাড়া না দিয়ে গেস্ট হাউসে অবস্থানের কথা বলে প্রতিদিন মাত্র একশ' টাকা করে ভাড়া দিচ্ছেন।

শিক্ষকদের সঙ্গে নানা অনিয়ম : এম. অহিদুজ্জামানের যোগদানের দুই মাসের মধ্যে ছয় শিক্ষককে অযৌক্তিকভাবে 'কারণ দর্শাও' নোটিশ দেওয়া হয়। পরে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকদের ব্যাপক প্রতিবাদের মুখে তিনি সে নোটিশ প্রত্যাহার করতে বাধ্য হন।

বিশ্ববিদ্যালয়ের ২১তম রিজেন্ট বোর্ডে অনুমোদনকৃত শিক্ষক নিয়োগ, পদোন্নয়ন ও পদোন্নতি নীতিমালা অনুযায়ী তিনজন শিক্ষকের সহকারী অধ্যাপকের মধ্যে থেকে সহযোগী অধ্যাপক পদে পদোন্নতির সকল যোগ্যতা থাকলেও শুধু ভিসির পছন্দনীয় একজনকে পদোন্নতি দিয়ে বাকিদের বঞ্চিত করা হয়। শিক্ষক সমিতির নির্বাচনে উপাচার্যের পছন্দের প্যানেলকে সমর্থন না করায় তিনি নির্বাচন-পরবর্তী দুই কার্যদিবসের মধ্যেই আটজন শিক্ষককে এবং পরে আরও সাতজনকে বিনা কারণে প্রশাসনিক পদ থেকে অব্যাহতি দেন। বিশ্ববিদ্যালয় আইনে একাডেমিক কাউন্সিল কর্তৃক বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকদের মধ্যে থেকে নির্বাচনের মাধ্যমে রিজেন্ট বোর্ডে দু'জন সদস্য নেওয়ার বাধ্যবাধকতা থাকলেও উপাচার্য নিজের পছন্দের দুই শিক্ষককে বোর্ডের সদস্য হিসেবে মনোনীত করেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের ১৪টি বিভাগের মধ্যে নয়টি বিভাগের চেয়ারম্যান ও সহযোগী অধ্যাপকদের একমাত্র নির্বাচিত প্রতিনিধিসহ মোট ১০ জন সদস্য একাডেমিক কাউন্সিলে এ ব্যাপারে 'নোট অব ডিসেন্ট' দিলেও তিনি তা উপেক্ষা করেন।

উপাচার্য কৃষি বিভাগের চেয়ারম্যান মেহেদী হাসান রুবলকে কোনো কারণ না দেখিয়ে চেয়ারম্যান পদ থেকে অব্যাহতি দেন এবং অবৈধভাবে নিয়োগকৃত চুক্তিভিত্তিক শিক্ষককে চেয়ারম্যান হিসেবে নিয়োগ দেন। নোবিপ্রবি শিক্ষক সমিতির নির্বাচিত সাধারণ সম্পাদক, বঙ্গবন্ধু পরিষদের সাধারণ সম্পাদক ও সহকারী অধ্যাপক মো. রুহুল আমিনের বিরুদ্ধে তিনি কতিপয় অভিযোগ এনে আত্মপক্ষ সমর্থনের সুযোগ না দিয়েই বিভাগীয় প্রধানের পদ থেকে অব্যাহতি দেন।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতির সাধারণ সম্পাদক থাকাকালে ২০১২ সালে শহীদ স্মরণিকা প্রকাশের জন্য ড. অহিদুজ্জামান চাঁন বিশ্ববিদ্যালয় তহবিল থেকে এক লাখ ৬০ হাজার টাকা নেন। শহীদ স্মরণিকা প্রকাশিত না হওয়ায় কয়েক বছর থেকে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতির কার্যকরী পরিষদ বার বার তাগাদা দিয়েও অহিদুজ্জামানের কাছ থেকে সে টাকা এখনও উদ্ধার করতে পারেনি।

উপাচার্যের বক্তব্য : উপাচার্য এম অহিদুজ্জামান সমকালকে জানান, তিনি যা কিছু করেছেন সবই বিশ্ববিদ্যালয় আইন-কানুন, সংবিধি এবং তার উপরে অর্পিত দায়িত্ব থেকেই করেছেন। তিনি বলেন, 'দীর্ঘদিন ধরে এ বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভাগগুলো কেবল প্রভাষক দিয়ে চালানো হতো। তাই যোগ্য ও দক্ষ শিক্ষক নিয়োগ দিয়েছি। নিয়োগপ্রাপ্তদের কেউ কি আমার আত্মীয়?' তিনি পাল্টা প্রশ্ন করে বলেন, 'বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন কি জনে জনে দেখিয়ে দেবে যে পদ আছে নাকি নেই?' আর্থিক কোনো অনিয়মে জড়িত নন জানিয়ে তিনি বলেন, 'প্রশাসনিক, আর্থিক ও একাডেমিক ক্ষেত্রে আমি কিছু পরিবর্তন আনার চেষ্টা করেছি। যেগুলো জনপ্রিয় সিদ্ধান্ত ছিল না। প্রশাসন সব সময়ই তার পছন্দের লোকজনদের দিয়ে কাজ করাবে, সেটাই স্বাভাবিক।' উপাচার্য জানান, নোবিপ্রবিতে শিক্ষক সমাজ নামে কোনো সংগঠন নেই।

তদন্ত করতে পারল না ইউজিসি : গত ২৬ এপ্রিল মঙ্গলবার সন্ধ্যায় ইউজিসির তদন্ত কমিটির তিন সদস্য পরদিন নোবিপ্রবিতে তদন্ত করার উদ্দেশে নোয়াখালী জেলা সার্কিট হাউসে ওঠেন। রাত ৯টার দিকে বিশ্ববিদ্যালয়ের বেশ কয়েকজন শিক্ষক তাদের সঙ্গে দেখা করার চেষ্টা করেন। কিন্তু সার্কিট হাউসের সামনে ও আশপাশে বহিরাগত ব্যক্তিদের আনাগোনা ও মহড়ার কারণে তারা কমিটির সদস্যদের সঙ্গে দেখা না করেই ফিরে যেতে বাধ্য হন। ২৭ এপ্রিল সকাল থেকে দুপুর পর্যন্ত বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাস ও শহরের সোনাপুর এলাকায় (বিশ্ববিদ্যালয়ে যাতায়াতের পথে) বহিরাগত কয়েকজন যুবক সশস্ত্র অবস্থায় অবস্থান করেন। এ অবস্থা থেকে তদন্ত কমিটির সদস্যরা ঢাকা ফিরে আসেন।

এ প্রসঙ্গে কমিটির আহ্বায়ক ও ইউজিসির সদস্য মো. আখতার হোসাইন মোবাইল ফোনে সমকালকে বলেন, 'আমরা কেন ফিরে এসেছি তা আপনারা ভালো জানেন। সারাদেশে সরকারি, বেসরকারি ১৩০টি বিশ্ববিদ্যালয় রয়েছে। ইউজিসি থেকে সারা বছরই নানা কাজে আমরা বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে যাই। কিন্তু এখানে যে পরিস্থিতির মুখে পড়তে হয়েছে, তা আর কোথাও হয়নি।'

এ বিষয়ে উপাচার্য এম অহিদুজ্জামান বলেন, 'তদন্ত কমিটিই আসেনি। ক্যাম্পাসের অবস্থা শান্তিপূর্ণ ছিল, কোনো মহড়া-টহড়া ছিল না।' তিনি জানান, কমিটির আহ্বায়কের সঙ্গে তার কথা হয়েছে। তিনি তাদের আবারও তদন্তে আসতে বলেছেন।